তারিখ ... 1 1 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

২০

দৈনিক বাংলা

পরীক্ষায় নকল

দেশে এখন এসএসসি পরীক্ষা চলছে। অতএব পরীক্ষার অনুষঙ্গ ঘটনাগুলিও যে ঘটতে থাকবে এটা ধরে নেয়া যায়। আমাদের দেশের গত বিশ বছরের ঐতিহ্য অনুযায়ী পরীক্ষা হলেই নকল আর পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনা ঘটে। এবারও ব্যতিক্রম কিছু হচ্ছে না। প্রথম দিনেই ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডে অনেক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী খবরে জানা গেছে রাজশাহী বোর্ডে তিন হাজার নয়শো তিনজন পরীক্ষার্থী বাংলা এবং ইংরাজী পরীক্ষার দিন পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে। তবে শুধু যে পরীক্ষার্থীরাই এই ঘটনায় জড়িত তা নয়। একই অপরাধে ১৬জন শিক্ষককেও বরখাস্ত করা হয়েছে। একজন শিক্ষক গ্রেফতার হয়েছেন। গাইবান্ধা জেলায় পুলিশকে দশজন মাস্তানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

অপরাধ করলে শাস্তি পাওয়াই নিয়ম। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে যে অপরাধ করেছেন তার জন্য তারা শাস্তি পেয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষাঙ্গন যেহেতু অপরাধীদের লীলাখেলার স্থান হয়ে ওঠার কথা নয়, তাই বিষয়টা এখানে চুকে যায় না ; কথা থাকে। অসংখ্য প্রশ্ন ওঠে, যার জবাব খোঁজা জরুরী। পরীক্ষার্থীরা কেন অসদুপায় অবলম্বন করেন সে প্রশ্নের উত্তরই প্রাথমিকভাবে পাওয়া দরকার। কারণ কেন অসদুপায় অবলম্বন করেন একথা বিশ্লেষণ না করে এ অবস্থা পালটানো সম্ভব নয়। শুধু শাস্তির ভয়ে যে নকল বন্ধ হয় না এ আমরা প্রতিবছরই দেখতে পাই। তবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণও একাধিক। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ কারণ অবশ্যই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানে বিশৃঙ্খলা এবং অদক্ষতা। কিছুসংখ্যক ভাল বলে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। বছরে ছয়মাসেরও বেশী সময় অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে এবং শিক্ষা বাদে এসব প্রতিষ্ঠানে অন্য ধরনের কর্মকাণ্ডও চলে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সারা বছর লেখাপড়া না করে যারা পরীক্ষা দিতে আসে তারা সম্ভবত নকল করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পায় না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী পড়তে পছন্দ করে না। তাদের জ্ঞানপিপাসা নেই। নিছক সার্টিফিকেটের জন্য তারা পরীক্ষা দিতে যায়। সার্টিফিকেট অর্জনের সহজ পন্থা হিসাবে নকলকে বেছে নিতে তাদের দ্বিধা নেই। অবশ্য থাকার কথাও নয়। সত্যি বলতে তাদের সম্মুখে কোন আদর্শ নেই। যারা তাদের শিক্ষিত করবেন, তাদের মনে আদর্শের বীজ বপন করবেন স্বয়ং তারাই যে নকলবিদ্যা শিখাচ্ছেন। নকল সাপ্লাই করছেন। রাজশাহীর ১৭জন শিক্ষকের আচরণ এ সত্যই প্রমাণ করে।

আমাদের দেশের পরীক্ষাঙ্গন তথা শিক্ষাঙ্গন যে এখন আংশিকভাবে মাস্তানি বা অপরাধক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে এটা সত্যিই অগৌরবের বিষয়, পরিতাপের ঘটনা। অপরাধ দমনের কলাকৌশলে এ অবস্থার খুব উন্নতি হবে বলে আমাদের মনে হয় না। এ অবস্থা মোকাবিলার জন্য পরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নেয়া দরকার। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে তৎপর হবেন বলে আমরা আশা করব।